দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 26 DEC 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জঙ্গিবাদ উদ্বেগ ছড়ায় সব মহলে

এম এইচ রবিন ●

২০১৬ সালে শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিনই নতুন পাঠ্যপুস্তক পেয়েছে ছাত্রছাত্রীরা। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী হয়েছে প্রাথমিক, নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাবলিক পরীক্ষা। ফলও প্রকাশ হয়েছে যথাসময়ে।

তবে শিক্ষা প্রশাসনকে বেশ বেগ পেতে হয়েছে বছরের শুরুতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় অতিরিক্ত ভর্তি ও বেতন-ফির লাগাম টানতে। জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত অভিভাবকদের আন্দোলনে মুখর ছিল রাজধানীসহ সারা দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে পেরিয়েছে বছরের প্রথমার্ধ। শেষার্ধে আলোচনায় ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জঙ্গিবাদের বিষ ছড়িয়ে পড়ার বিষয়টি। এটি সংশ্লিষ্ট সব মহলে উদ্বেগ ছড়িয়ে দেয়।

ফিরে দেখা
২০১৬

১ জুলাই গুলশানে হলি আর্টিজান রেস্টুরেন্টে জঙ্গি হামলার ঘটনায় স্তব্ধ হয়ে যায় পুরো দেশ। বিশ্ব মিডিয়ায়ও তোলপাড় তোলে এ ঘটনা। দুই পুলিশ, ১৭ বিদেশিসহ অন্তত ২২ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয় জঙ্গিদের হামলায়। এরপর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে, হামলাকারীরা বাংলাদেশি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিল। ক্রমে জানা যায়, দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে জঙ্গিবাদ। প্রশাসন নড়েচড়ে বসে; শিক্ষা মন্ত্রণালয় তো বটেই, সরকারের শীর্ষপর্যায় থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জঙ্গিবাদ ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধে এবং এর নেতিবাচক পরিণাম তুলে ধরে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ঈদুল ফিতরের ছুটির পর মন্ত্রণালয়ের স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কর্মকর্তাদের ডেকে জরুরি বৈঠক করেন। বৈঠকে জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ ও সচেতনতা সৃষ্টির কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়। এরপর মন্ত্রণালয় কর্তৃক অফিস আদেশ জারি করে বলা হয়, যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া ১০ দিনের বেশি অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শনাক্ত করবে। তাদের অভিভাবকের সঙ্গে আলোচনার পর অনুপস্থিতির কারণ সন্দেহজনক হলে লিখিতভাবে উক্ত শিক্ষার্থীর তথ্য উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারকে অবহিত করতে হবে। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার প্রাপ্ত তথ্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে জেলা প্রশাসককে অবহিত করবেন। মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে এরূপ তথ্য জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করবে। সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এরূপ তথ্য বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ১

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জঙ্গিবাদ

(শেষ পৃষ্ঠার পর) কমিশনকে অবহিত রেখে জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করবে। তথ্যপ্রাপ্তির পর জেলা প্রশাসককে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আলোচনায় ছিল অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রণয়ন : জরুরি ভিত্তিতে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রণয়ন করা। তারা কে কোথায় অবস্থান করছে– তা নির্ধারণ করা। প্রয়োজনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জানাতে হবে।

সন্দেহজনকদের পর্যবেক্ষণ : শিক্ষার্থীদের মধ্যে কারো গতিবিধি সন্দেহজনক হলে তাদের পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। প্রয়োজনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জানাতে হবে। তবে অযথা কাউকে হয়রানি করা যাবে না।

শিক্ষকদের দায়িত্বশীলতা : শিক্ষার্থীদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষকদের আরও দায়িত্বশীল হওয়ার তাগিদ দেয় সরকার। প্রতিটি শিক্ষার্থীর ওপর নজর রাখতে বলা হয়। শিক্ষাঙ্গনে সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্রীড়া ইত্যাদির চর্চা বাড়ানোর তাগিদ দেওয়া হয়।

প্ররোচনা প্রদানকারী শিক্ষকদের নজরদারি : কোনো শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীদের বিপথে যাওয়ার জন্য প্ররোচিত করে, তবে এমন শিক্ষককে সতর্ক করতে হবে। তার বিষয়ে অবিলম্বে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জানাতে হবে।

লিফলেট বিতরণ : জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত সার্কুলার (লিফলেট) ছাপিয়ে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর তা পুনর্মুদ্রণ করে সবার মধ্যে বিতরণ করা।

উপাচার্যদের সঙ্গে বৈঠক : সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের নিয়ে ধারাবাহিক জরুরি বৈঠক করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়ায় একযোগে জঙ্গিবাদবিরোধী জাতীয় সমাবেশের আয়োজন করা হয়। ঢাকায় জাতীয় শহীদ মিনারে শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, সুধী সমাজের সমন্বয়ে 'জঙ্গি প্রতিরোধী জাতীয় সমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমাবেশ ও মানববন্ধন : সারা দেশে একযোগে একই সময়ে সব স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি, বিশ্ববিদ্যালয়ে জঙ্গিবিরোধী সমাবেশ ও মানববন্ধন করা হয়।

শিক্ষক সভা : ঢাকা এবং পর্যায়ক্রমে সব জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানপ্রধান এবং অন্য শিক্ষকদের সভা, সমাবেশ করে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা হয়।

পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করা : সব শিক্ষার্থীর অভিভাবক ও পরিবারকে তাদের ছেলেমেয়েদের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে উদ্বুদ্ধ করা হয়। সন্তানের পথভ্রষ্ট ঠেকাতে স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে পারিবারিক বন্ধনে দৃঢ় সম্পর্ক তৈরি করার পরামর্শ দেন বিশিষ্টজনরা।

ইসলামের শান্তির বাণী প্রচার : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মসজিদ ও পার্শ্ববর্তী মসজিদের ইমামগণকে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের প্রতি ইসলামের শান্তির বাণী ও ধর্মের প্রকৃত পথের ধারণা প্রদানের আহ্বান করা হয়। ইসলামি ফাউন্ডেশন থেকে জঙ্গিবিরোধী অভিন্ন খুৎবা প্রদান করা হয় দেশের সব মসজিদে পাঠ করার জন্য।

জঙ্গিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানপ্রধানরা শিক্ষার্থী-অভিভাবক, কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় জনগণ এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, ইমাম, আলেম-ওলামা সবাইকে সম্পৃক্ত করে সামাজিক সচেতনতা, আন্দোলন ও প্রতিরোধ গড়ে তোলতে দফায়-দফায় সমবেশের আয়োজন হয় দেশের বিভিন্ন জেলায়।

স্বার্থান্বেষী কুচক্রী মহল শান্তির ধর্ম ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের একটি অংশকে বিভ্রান্ত করার ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে বলে মনে করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি আমাদের সময়কে বলেন, আগামী নতুন শিক্ষাবর্ষে রাষ্ট্রবিরোধী যে কোনো ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবকসহ সবাইকে সচেতন থাকতে হবে।